২.১ অনুবিভাগ-১ঃ আমেরিকা ও জাপান

২.১.১ আমেরিকা ঃ

আমেরিকা অধিশাখা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা এই দুটি উন্নয়ন সহযোগী দেশের সহযোগিতা সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালিত করে।

২.১.১.১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়ন সহযোগী দেশ। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে Economic, Technical and Related Assistance-শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়ন সহযোগিতার অধিকাংশ United States Agency for International Development (USAID)-এর মাধ্যমে প্রদান করে থাকে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৬ বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ মার্কিন সহায়তা পেয়েছে যা মূলত প্রকল্প সাহায্য, খাদ্য সাহায্য ইত্যাদি হিসেবে এসেছে।

২০১২ সালের আগস্ট মাসে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং USAID-এর মধ্যে ৫৭১.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা সংবলিত Development Objective Grant Agreement (DOAG) অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এ চুক্তির কতিপয় সংশোধনী (১০তম, ১১তম ও ১২তম) স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার আওতায় ১৩২.৪৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ ছাড় করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে USAID-এর ১০০ টির ও কাছাকাছি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে যার মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নে গণতন্ত্র ও সুশাসন, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহায়তা করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Office of Defence Cooperations(ODC)-এর আওতায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে প্রদত্ত মেটাল শার্ক বোট, স্পেয়ার পার্টস ও প্রক্ষিশণ প্রদানের নিমিত্তে লক্ষ্যে ৫৩,০০,০০০/- (তেপ্পান্ন লক্ষ) মার্কিন ডলারের সহায়তা সম্বলিত একটি Letter of Offer and Acceptance (LOA) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও ODC-এর মধ্যে গত ১৮-০৫-২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।

USAID-বর্তমানে ২০১৬-২০২১ মেয়াদে নতুন Country Development Cooperation Strategy (CDCS) তৈরি করছে। এটি বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Millennium Challenge Account (MCA)-এ বাংলাদেশের অর্ন্তভুক্তির বিষয়ে Millennium Challenge Corporation (MCC)-এর সাথে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

২.১.১.২ কানাডা

কানাডা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়ন সহযোগী দেশ। কানাডা সরকার Global Affairs Canada (GAC)-এর Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নয়ন সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তী থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ কানাডা হতে আনুমানিক ২ বিলিয়নের বেশি উন্নয়ন সহযোগিতা পেয়েছে। প্রতিবছর কানাডা সরকার বাংলাদেশের জন্য প্রায় ৬০ মিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার বরাদ্দ রাখে।

২০০৯ সালে কানাডার ২০টি Countries of focus এর মধ্যে বাংলাদেশ নির্বাচিত হয়। কানাডা Bangladesh Development Forum (BDF) এবং Local Consultative Group (LCG) এর সক্রিয় সদস্য। বর্তমানে DFATD-এর আর্থিক সহায়তায় সরকারি/বেসরকারি খাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্র তৈরির জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি, স্কিল এমপ্লয়মেন্ট, জেন্ডার, রেডিমেড গার্মেন্টস সেক্টরে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি এবং পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজম্যান্ট (PFM) এর ক্ষেত্রে সহযোগিতা দেয়ার জন্য মোট ১২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশে কানাডার আর্থিক সহায়তায় চলমান প্রকল্প/কার্যক্রমের তদারকি, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং উন্নয়নের নিমিত্ত ১৯৮৬ থেকে Program Support Unit (PSU) শিরোণামে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। PSU-প্রকল্পের আওতায় ঢাকাস্থ কানাডা দূতাবাস, কানাডার সহায়তায় চলমান প্রকল্প/কার্যক্রমে সহায়তার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকেও প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা সৃষ্টিতে বিভিন্নভাবে সহায়তা দিয়ে আসছে। প্রারম্ভিক বছরগুলোতে PSU মূলতঃ প্রশাসনিক ও লজিস্টিক ক্ষেত্রে সার্ভিস প্রদান করত। তবে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা বৃদ্ধি এবং

বিভিন্ন সংস্থায় কানাডিয়ান কারিগরি পরামর্শকদের মাঠ পর্যায়ে উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্যে নব্বই দশকের শেষের দিকে PSU-এর কর্মকান্ড বিস্তৃত হয়।

গত ১-০৩-২০১৫ তারিখে Program Support Unit-শীর্ষক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট MoU-এর ৪র্থ দফা সংশোধনী স্বাক্ষরিত হয়, যার আওতায় প্রকল্পটির মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধিপূর্বক ৩১ মার্চ ২০১৭ করা হয় এবং এর আওতায় নতুন করে ২.৮ মিলিয়ন কানাডিয় ডলার সহায়তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। বর্তমান PSU-এর কার্যাদি অবসান করে ফিল্ড সাপোর্ট সার্ভিস FSS এ রূপান্তরিত করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে FSS মনোনয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং আগামী অক্টোবর ২০১৬ এর মধ্যে FSS-এর জন্য মনোনীত সংস্থা তাদের কার্যক্রম শুরু করতে পারবে।

জাপান:

১। দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকারের সাথে সামাঞ্জস্য বজায় রেখে জাপান সরকার অবকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পরিবেশ উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন খাতের প্রকল্পে অর্থায়ন করে থাকে। ১৯৭২ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত জাপানের নিকট থেকে ঋণ ও বিভিন্ন প্রকার অনুদান সহায়তা হিসেবে আনুমানিক ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আর্থিক সহায়তা পাওয়া গেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাপান সরকারের ঋণ সহায়তায় ২৯টি, অনুদান সহায়তায় ৮টি এবং ২৯টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প চলমান আছে।

২। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী:

- ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে জাপান সরকারের সঙ্গে ৩৭তম ইয়েন লোন প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত নিম্নোক্ত ৬টি প্রকল্পের জন্য সহজ শর্তে সর্বমোট ১৭৩,৫৩৮ মিলিয়ন জাপানি ইয়েন (আনুমানিক ১২,৮১৯ কোটি টাকা/১,৫৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এর ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্প ৬টি হলো:
  a) Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (II);
  b) Matarbari Ultra Super Critical Coal-Fired Power Project (II);
  c) Cross-Border Road Network Improvement Project (Bangladesh);
  d) Energy Efficiency and Conservation Promotion Financing Project;
  e) Disaster Risk Management Enhancement Project Ges
  f) Jamuna Railway Bridge Construction Project (E/S)

চিত্র: গত ২৯ জুন ২০১৬ তারিখে জাপান সরকারের ৩৭তম ওডিএ লোন প্যাকেজের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কাজী শফিকুল আযম, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত Mr Masato Watanabe এর সাথে বিনিময় নোট এবং বাংলাদেশস্থ জাইকা অফিসের চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ Mr Mikio Hataeda এর সাথে ঋণচুক্তি স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম.এ. মান্নান উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাপান সরকারের সঙ্গে ২টি প্রকল্পের জন্য মোট ৮৮৩ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন) আনুমানিক ৫৮৭৯. কোটি টাকা/৭.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (এর অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের "The Third Primary Education Development Programme" শীর্ষক কার্যক্রমে ০৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তারিখে ৪৯০ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের "The Project for Human Resource Development Scholarship" শীর্ষক প্রকল্পে ২২ মে ২০১৬ তারিখে ৩৯৩ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েনের অনুদান সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত "বিনিময় নোট" এবং "অনুদান চুক্তি" জাপান সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাপান ঋণ মওকুফ তহবিল (জেডিসিএফ) এর অর্থায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থার ১২ টি প্রকল্পের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে ২৬৫৮৫.৫৯ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে ১৯০৪৫.৬৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক "জাপান হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট স্কলারশীপ প্রজেক্ট (জেডিএস) (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০১ থেকে ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩০১১৯.৬৪ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩৫১.৮৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৯৭৬৭.৮০ লক্ষ টাকা)। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিশীল ও তরুন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ বছর মেয়াদী মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান এবং স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন উন্নয়নে ভূমিকা রাখাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।
- এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ২২৬ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে জাপানের বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স সম্পন্ন করে দেশে ফিরে এসেছেন। ১৩ ও ১৪তম ব্যাচের মোট ৩৯ জন কর্মকর্তা জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে অধ্যয়নরত আছেন। ১৫ তম ব্যাচের কর্মকর্তা নির্বাচনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কর্মকর্তাদের থেকে উম্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হয়। জাপান হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমন্ট স্কলারশীপ প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নোক্ত বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছেঃ
    - Development of Capacity for Public Administrative Government
    - Development of Capacity for Economics Planning and Policy
    - Development of Legal Capacity and Policy
    - Development of Capacity for Urban and Rural Planning and Policy
    - Development of Capacity for Public Finance and Investment Management

- <u>জাপান সরকারের সহায়তায় প্রশিক্ষণ:</u> জাইকার অনুদান সহায়তায় জাপানে অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে সরকারী কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাপানে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ১০৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

আরডক

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার হিসেবে আরডক কাজ করে থাকে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য যোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যে আরডক কর্তৃক দেশী -বিদেশী বিভিন্ন প্রকার ডকুমেন্ট সংগ্রহ,সংরক্ষণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। অধিকন্তু দেশী-বিদেশী যে সকল রিপোর্ট, সচিব মহোদয়ের দপ্তর কর্তৃক প্রতিনিয়ত গৃহীত হয় তার অধিকাংশই আরডকে সংগৃহীত হয়। দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার সাথে সম্পাদিত অধিকাংশ অর্থনৈতিক চুক্তিপত্রের কপি সংরক্ষণ করা হয় তথ্য পরিসেবার প্রধান অনুসঙ্গ হিসেবে বিবেচিত।

অর্থনৈতিক চুক্তিপত্রঃ
আরডকে সংগ্রহের প্রধান উপকরণ হচ্ছে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার সাথে সম্পাদিত অর্থনৈতিক চুক্তিপত্র। উন্নয়ন কার্যক্রমে বৈদেশিক অর্থ সহায়তার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যে সকল কারিগরী, অনুদান ও ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার অধিকাংশ মূল চুক্তিপত্র আরডকে সংগৃহীত হয়ে থাকে।

ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও পরিসেবাঃ

গত অর্থ বছরে বিভিন্ন সংস্থা হতে ২৬৮টি ডকুমেন্ট আরডকে সংগৃহীত হয়েছে যার মাসওয়ারী তালিকা কর্মকর্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিদিন প্রয়োজন অনুসারে কর্মকর্তাগণ রেফারেন্স পরিসেবার জন্য আরডকের সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। আরডকে ১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজী পত্রিকা সরবরাহ পাওয়া গিয়েছে যা হতে সচিব মহোদয়ের দপ্তরসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা সময়ে সময়ে তথ্য পরিসেবা গ্রহণ করেছেন।

ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণ:

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিপত্রসহ কিছু দুস্প্রাপ্য ডকুমেন্ট, ডিজিটাল সংরক্ষণের (Digital Archiving) উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে স্ক্যানিং শুরু হয়েছে। ২০১৩ সাল হতে এ যাবৎ ৩২৯টি ডকুমেন্ট আনুমানিক ৩০০০(তিন হাজার) পৃষ্ঠা স্ক্যানিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৯১টি ডকুমেন্ট প্রায় ১০০০(এক হাজার) পৃষ্ঠা স্ক্যানিং করা সম্ভব হয়েছে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ভবিষ্যতে উন্নত স্ক্যানারের মাধ্যমে কাজটি ত্বরান্বিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

রেফারেন্স গ্রন্থঃ

আরডকে রেফারেন্স গ্রন্থ হিসাবে ব্রিটানিকা বিশ্বকোষ, বাংলা ও ইংরেজী অভিধান, বাংলাদেশ কোড(আইন কোড) ও বিভিন্ন দেশী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন যেমন, ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক ইত্যাদি সংগ্রহ হতে বিশেষ তথ্য পরিসেবা প্রদান করা হয়েছে।